উৎস থেকে মোহনা

সুদীপ দাস

আমি দেখি সবুজ ঘাসের মাঠে ছুটে যায় ঘোড়া
তুমি দেখো বাঁকুড়ার টেরাকোটা সবুজ টেবিলে
দুজনেরই ঘোড়ার রং লালচে বাদামি

এতটা জীবন যদি দেখতে পেয়েছি দুজনেই
বেশ কিছু ভুলভ্রান্তিসহ
তবে কেন তাকে পাঠালাম ফের
দেরাজের অন্ধকারে সাময়িক নাম লেখা উইলের খোঁজে
কেন তাকে সরকারি টেন্ডারের পিছু ধাওয়া করতে করতে
বলেছি পৌঁছতে কোনো পরিত্যক্ত জাহাজঘাটায়
যেখানে কুসীদজীবী দাবা খেলে কুস্তি লড়ে ঈশ্বরের সাথে
তারপর পরাক্রান্ত কোনো এক বৃন্দাবন জ্যাঠা
তিলে তিলে শুষে নেয় আমাদের ভুট্টাখেত, জলস্রোত, নয়টি দরজা
আমরা যুবক তবু আমাদের ঘোড়াগুলো অন্য কোনো যুবকের খোঁজে
নরম কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ মন্ত্র পড়ে যায়
অথচ আমরা টানা সবুজের মাঠে
ঘোড়াকে ছুটছে দেখি বিদ্যুতের মতো
ঘাম ঝরছে, ঘাম ঝরছে, ঘাম
ফ্রিজশট হয়ে যেন আজীবন রয়ে গেছে মাথার ভিতর
ফলত পরীক্ষাহীন মোহনার কথা বলি
ফলত পরীক্ষাহীন উৎসবের কথা বলে চলি
টেবিলের ঘোড়াটা কফির ঘ্রাণে উত্তেজিত হয়ে
ঘরের মেঝেতে নেমে সদর দরজায় উঁচু ফ্রেমে
কলিং বেলটা খুলে ভেঙে
চিবোতে চিবোতে চলে যায়।

ভাঙন

রজতশুভ্র মজুমদার

ওই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন,
দক্ষিণে খোলামাঠ তারপর
তালগাছগুলো পেরিয়ে মজা দিঘিটার পাশে—
যে বাড়ির কার্নিশে অবসাদ ক্লান্ত পায়রার মতো ঝিমোচ্ছে,
ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
স্বার্থপর নিদাঘ...
ও-বাড়িতে কোনোদিন আলো জ্বলে না, জানেন?
অনাদর ঘিরে রেখেছে বাড়ির চারপাশ...
ভিতরে ঢুকতে চান?
সাবধান, অন্ধকার ফোকরে দু-চারটে চামচিকে,
সাপের খোলস!
দেওয়ালের গায়ে গায়ে আস্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে
ঝুল-কালি-ময়লা
আর মেঝে ভর্তি অবসরে পায়ের ছাপ—
ধূসর ও মলিন
লোকালয় থেকে দুরে
নিস্তব্ধ পাগলের মতো বাড়িটা একাকী দাঁড়িয়ে আছে

মনে রাখবেন, ইট, কাছ আর বুকের রক্ত দিয়ে
বাড়িটা কেউ একদিন বানিয়েছিলেন!...

সম্পর্ক
ওবায়েদ আকাশ

যারা ছিল আপনজন, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে
লোকসানের ভাগিদার হয়ে ফিরে গেছে

আর যারা সম্পর্কের ছাই-সুতো
পুকুর খুঁড়ে নির্মাণ করেছে সোনার-রূপার খনি
আর তাদের কন্যা ও জননীগণ এইসব তুলে আনতে
যথার্থ পারঙ্গমতা দেখিয়ে চলেছে

তাদের জন্য আজ যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন
কাল প্রবারণা, অতঃপর শাওয়ালের চাঁদ

এতকাল ভরে যারা ফড়িং পুষে, হরিণের শিং
সাপের খোলস কিনে— পীরের দরবারে মানত করে এল
আবার চোখের আড়াল হলেও নিক্তির মাপে
করের ভাগিদার ছিল
আজ তাদের জন্মোৎসব, লগন-মাঙন, বিয়েশাদি
সবকিছু ভবিতব্য পেল

আর তারা উন্মুক্ত আকাশের নীচে রুমালের গিঁট খুলে
আজন্মের সম্পর্কগুলো বাতাসে ওড়াতে গিয়ে দেখে
কে কত রক্তাক্ত কিংবা কে কেমন বাষ্পের মতো
উড়ে যেতে যেতে— ফেলে গেছে শূন্য রুমাল

তুমিও কুমির কেন
গৌতমেন্দু রায়

তুমিও কুমির কেন; জলে বাস ক'রে
কোনো কুমিরকে এই প্রশ্ন ক'রো না।
কুমিরের অসম্ভব তেজে ছলাৎছল
জল তোলপাড়, মৎস্যকুল এদিক-ওদিক
ত্রস্ত, ভীত! তরঙ্গবৃত্ত ভেঙে দূরে, পড়ে থাকে
ঘাস, মাটি, তলদেশ গভীর গোপন।

কুমির সে কথা জানে, ঢেউ ভাঙে উচ্ছ্বাসে
ভেসে ওঠে ফেনিল পাজামা আর কালিদাস—
কুমারসম্ভব থেকে যাবতীয় অর্বাচিন পুঁথি।

কুমির সে কথা জানে। যাপনের অমোঘ নিয়মে
রোদ খর, তীব্রতর হয়। ভেঙে পড়ে প্রাচীন ব্যাদান,
ক্রমে ক্রমে লক্ষ কুমির উঠে আসে, জলে আর জলবিম্বে
হলুদ বিকেল এসে নামে। দিনশেষে
তুমিও কুমির হয়ে ভাসো, ভেসে থাকো
তবু অন্যকে কোনোদিন প্রশ্নও ক'রো না...

নৈর্বক্তিক ভ্রমণ
উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই নদীটা, সেই পাখিটা— সেই রিক্তের তীরে
আমার কথা হারিয়ে যাবে— অন্য কথার ভিড়ে

আচারবিচার, ধান্দা পাচার, যান জটলার নেশায়
একটি মেয়ে লুকিয়ে আছে, গোপন কোনো পেশায়

দাঁড়ি ও কমা, এইতো থামা, — উথালপাথাল বনে
কে ডেকে যায়, খুব অবেলায়, — দারুণ সংগোপনে

সেই মেয়েটা, ভেলভেলেটা, গভীর দোটানায়
একটি চাঁদের সঙ্গে মেশে অন্য চাঁদের ক্ষয়

লাজুক অকারণে, আকুলবিকুল গন্ধ রেখার মেলা
শিথিল বেশে, সিক্ত কেশে, পরীরা করে খেলা

এখানে আমার, চির অচেনার, পাহাড় মেঘেতে ঢাকে
মায়াবী ভ্রমণ, যাদু উচাটন, কোন তটিনীর বাঁকে

কে জানে অবাধ চালু সংবাদ, গ্রাম থেকে গ্রামে যায়
বিচিত্র গান, ভাসা সাম্পান, লুনাটিক চাঁদোয়ায়—